

## তসলিমা নাসরিনের জন্য পংক্তিমালা

### ভজন সরকার

সময় থেমে থাকে না । কিন্তু থেমে থাকে মানুষ । সে রকম ভাবেই কিছু দিন থেমে ছিলাম । বন্ধুদের অনুযোগ , এতসব সম -সাময়িক লেখা বাদ দিয়ে কিছু মৌলিক লেখা লিখো না কেনো অবসরে? ভাবলাম, এত দিন তা হলে কি শুধুই যৌগিক লেখার ভেতরই আটকে ছিলাম ? অখন্ড অবসরে তাই হিসেবের খাতা নিয়ে বসি । শ্রেণীভেদের লক্ষন রেখা টানতে চেষ্টা করি মৌলিক আর যৌগিক লেখার মাঝখানে । কিন্তু হিসেব মেলে না । লেক সুপিরিয়রের সুবিশাল সুপেয় জল-সমুদ্র থেকে ধৈয়ে আসা ঘন কুঁয়াশার মতো সব কিছু দৃষ্টি সীমানার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় নিমিষেই । সব কিছু গুলিয়ে যায় যেনো । মৌলিক আর যৌগিক বিষয়গুলো একাকার হয়ে সমস্বত্ব মিশ্রনে পরিণত হয় অবশেষে । আমার আর হয়ে ওঠে না মৌলিক লেখা । ক্ষ্যামা দেই অবশেষে। আবার সুর তুলি সারেজিতে— ধায় যেনো গো সকল ভালবাসা শুধু----- ।

তখন কলেজের করিডোরে হাঁটাইটি করি প্রবল দাপটে , প্রেম আর কবিতার সুড়সুড়ি কিলবিল করে খেলা করে মস্তিস্কের কোষে কোষে । তসলিমা নাসরিন নামের এক মেয়ে ভয়ঙ্কর এক উৎসাহে কবি-যশ প্রার্থীদের তালিকা ভারি করতে নেমে পড়েছে ততদিনে লেখক পাড়ায় । সাথে বাঁধ-ভাংগা এক সাহস আর বিষয়বস্তুতে চমক দেবার আপ্রাণ প্রয়াস । প্রতিভা আর সাহিত্যের ঘাটতি অন্যভাবে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা ব্যক্তিগত মেলামেশায় । আপাত সার্থক এবং সেই সাথে গদ্য লেখায় হাত পাঁকানো । গদ্যে বেশ সাবলিল মনে হয়েছে যদিও পরবর্তীকালে । এবং বিপত্তির শুরু সেখান থেকেই । কবিতায় গালি দিলে কত জনে আর বোঝে ? তা না হলে রবীন্দ্রনাথ কি আর কম অশ্লীল কথা বলেছেন ভাবে -ভাবনায়? কিন্তু অধিকাংশই বলেছেন কবিতায় শিল্পসুমত ভাবে - যা সাধারণের মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে ।

বড় বিপদসঙ্কুল পথে হাঁটতে চেষ্টা করেছিলেন আমাদের তসলিমা নাসরিন বড় প্রতিকূল সময়ে- বড় বৈরি ভূখন্ডে । তার চেয়েও বড় কথা যাদের সহযাত্রি ভেবেছিলেন এক সময়- প্রতিকূল সময়ে তারাই অর্ধ-চন্দ্র দিয়ে বিদেয় করেছেন তাকে । তাই তো তসলিমা নাসরিনের জন্য কেউ কী গলা ফাটিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে এক মাত্র ডঃ আহমদ শরীফ ছাড়া ? “ লজ্জা ” নামক যে উপন্যাস দিয়ে তসলিমা নাসরিন-বধ প্রকল্পের সূচনা তা সাহিত্য আর বাস্তবিকতার মানদণ্ডে একটি অত্যন্ত সাধারণ রচনামাত্র । সাম্প্রদায়িকতার যে কলঙ্কময় লজ্জাতিলোক প্রায় স্থায়ীভাবে লেখা হয়েছে বাংলাদেশের ললাটে তারও সময়সীমা “লজ্জা”-রচনাকালেরও প্রায় এক দশক পরে ২০০১ সনে । “লজ্জা”-র লেখিকার তখন স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেছে পরবাসে । আর “লজ্জা”- উপন্যাসের সে লজ্জাকেও ম্লান করে দিয়ে সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, বাগেরহাট জুড়ে অসংখ্য সংখ্যালঘু হিন্দু রমনীদের লজ্জাকে হিংস্র-পাশবিকতায় হনন করা হয়েছে প্রায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রশাসনের সহায়তায় ।

তসলিমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যে বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে অনেক আগেই, তার সুফলেই হয়তো আর কেউ দ্বিতীয়বার “লজ্জা” লেখায় সাহসি হন নি। ব্যতিক্রম শাহরিয়ার কবির, প্রয়াত ওয়াহিদুল হকসহ মুক্তমনা কিছু হাতে গোনা মানুষ ছাড়া। আমাদের ইমদাদুল হক মিলন আর আনিসুল হকেরা হয়তো সে ভয়েই আর সাহসি হয়ে উঠেননি পূর্ণিমা-দের নিয়ে “নূরজাহান” আর “মা”-এর মতো কোন উপন্যাস লেখায়। আর তসলিমা নাসরিন ততোদিনে “আনন্দ” পুরস্কার আর ফরাসি প্রেমিকের প্রেমে আপ্ত হয়ে বিশ্বস্বীকৃতির নেশায় বুদ্ধ হয়ে পূর্বেকার পঙ্কিল ঘেঁটে লিখে যাচ্ছেন ক খ গ ঘ ঙ। নিজের লজ্জা উন্মোচনেই ব্যস্ত তসলিমা নাসরিন ততোদিনে। আবারও আপ্রাণ প্রয়াস খ্যাতি আর বিখ্যাতদের কাতারে নাম লেখানোয়। আমার বন্ধুদের কথায় মৌলিক লেখা ছেড়ে যৌগিক লেখার দিকে যাত্রা। স্বদেশে আর ফেরা হয় নি, ফেরতে দেয়া হয়নি কিংবা ফেরার চেষ্টাও হয় নি প্রতিকূল সময়ে তসলিমার। ঘরের একান্ত কাছে প্রতিবেশীর দাক্ষিন্যে কেটে গেছে কাল।

সময় গড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে অতিক্রম। তসলিমা নাসরিনের দণ্ডদাতাদের মাথার উপরেই আজ আপাত হলেও বুলন্ত খড়গ। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের ওপর যে অন্যায় দণ্ড চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো তার কোন উপশমের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কী? দেখা যাচ্ছে কী সাম্প্রদায়িক সেই দণ্ডদাতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে? আজো পূর্ণিমা- আরতিদের ধর্ষণকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজো তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষনাকারীরা গোপনে হলেও সংগঠিত হচ্ছে। আজো তসলিমা নাসরিনদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে না নিজ মাতৃভূমিতে। অথচ আজ শুদ্ধিকরণের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে যেনো বাংলাদেশে। ব্যক্তির মানবাধিকারকে পদদলিত করে, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাকে নিশ্চিত না করে কেমন করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে? তাই ভয় হয় সংস্কারের নামে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে থমকে দাঁড়ায়! সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শঠলোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়। সোনার পাথর বাটির খোঁজে অপার্থিব-অলৌকিক দৈবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয়। কেননা, ইতিমধ্যেই জামাত-শিবিরের লোকেরা নিজেদের তথাকথিত সততার কথা প্রচারে নেমে গেছে গ্রামে গঞ্জে। গ্রামের সরল মানুষের অশিক্ষা আর ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জঞ্জি-মৌলবাদিরা মাঠে নেমে পড়েছে ইতিমধ্যেই। ধর্মীয় রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কী?

অথচ আজ তসলিমা নাসরিনেরা দেশে ফিরতে চায়। পূর্ণিমারা তাদের পাশবিকতার বিচার চায়। মানুষ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। মুক্তমনের মানুষ তার মত প্রকাশের অধিকার চায়। লেখকের কলম মুক্তধারার মতো অবিরল স্রোতে লিখে যেতে চায় মানুষের গান, জীবনের গান, প্রগতির গান। সে লেখা মৌলিক না যৌগিক তার হিসেব শুধুই বাহুল্য নয় কি?

।। লেক সুপিরিয়র, জুন ৩০, ২০০৭ ।।